(গ) পাকিস্তান থেকে কোন লোকের গমন এবং কোন লোকের পাকিস্তানে প্রবেশসহ নাগরিকত্ব দেশীয়করণ ও বিদেশীদের অন্যান্য বিষয়।
(ঘ) ঘোষণাপত্রের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে মুদ্রা, বৈধ নোট ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক।
(ঙ) কেন্দ্রের সরকারী ঋণ।
(চ) মান এবং ওজন ও পরিমাপ।
(ছ) কেন্দ্রের সম্পত্তির রাজস্ব তা যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন।
(জ) আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সমন্বয়।
(ঝ) প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার; স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও জাতীয় পরিষদের অন্যান্য ভাতা; জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা, অধিকার বাধ্যবাধকতা।
(ঞ) সুপ্রীমকোর্ট অব পাকিস্তান।
(ট) মোকদ্দমা ও বিচার ইত্যাদি যে প্রদেশের বা রাজ্যের হবে তার বাইরে সাভিস ও দণ্ড বিধান।
(ঠ) উপরে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের ব্যাপারে আইনবিরোধী অপরাধ।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর বেলায় বিগত শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর তফশীলে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন তৈরী করার একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তান আইন সম্মেলনের সদস্যদের মধ্যে সম্পাদিত এ ধরনের চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা পরিবর্তনসাপেক্ষ। ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আইন সম্মেলন গঠন করা হবে।

১৪। (১) প্রারম্ভিক দিনের আগে কেন্দ্রীয় আইন সভার দ্বারা কিংবা এর অধীনে বাংলাদেশ রাজ্যের মধ্যে যে সব শুল্ক ও কর ধার্য ও আদায় করা হত তা বাংলাদেশ সরকার আদায় করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে যেমন ব্যবস্থা রেখেছেন তেমনি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বরাদ্দ ও খরচের হিসেবপত্রের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে বাংলাদেশ সরকার তা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরৎ দেবেন। এ ধরনের হিসেবে বাংলাদেশ সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ পাওনা হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ সরকারকে ফেরৎ দেবেন।

(২) বাংলাদেশ রাজ্যের সব বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে একটি পৃথক একাউন্টে থাকবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা বিতরণ করবে।

(৩) প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ব্যবস্থা তৈরী করবেন যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭০-৭১ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে কেন্দ্রীয় বাজেটের বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদার অর্থ দেবেন।

১৫। (১) ঢাকার ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব বাংলাদেশ রাখা হবে এবং বাংলাদেশ ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের সব শাখা হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব বাংলাদেশের শাখা।

(২) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব বাংলাদেশ এবং এর শাখাসমূহ বাংলা দেশ আইনপরিষদের আইনগত নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৩) বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'ধারা (৪)' এ বর্ণিত ক্ষমতাসাপেক্ষে বাংলাদেশ রাজ্যের ব্যাপারে এমন সব ক্ষমতা, কাজ ও কর্তব্য প্রয়োগ করবেন যেগুলো প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান সমগ্র পাকিস্তানের বেলায় প্রয়োগ করতেন। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান 'ধারা (৪)' এ বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকবেন।

(৪) বাংলাদেশ রাজ্যের বেলায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করবেন —

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার সুপারিশ করবেন।
(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চালু করার জন্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব বাংলাদেশের অনুরোধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেয়া সম্পদের বিনিময়ে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করা;
(গ) টাঁকশাল ও সিকিউরিটি প্রেসের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
(ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্কে এমন সব কাজ করা যা স্বাভাবিকভাবে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান করে থাকেন। তবে এ ধরনের কাজ বাংলা দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে।

১৬। (১) ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল

(ক) বাংলাদেশ রাজ্য থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা বিকেল ৪টায় ঢাকার পরিষদ ভবনে এক আইন সম্মেলনে বসবেন এবং সম্মেলনে বসার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ রাজ্যের জন্যে একটা শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্যে কাজ চালিয়ে যাবেন;
(খ) পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলো থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল বিকেল ৪টায় ইসলামাবাদে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ভবনে একটি আইন সম্মেলনে বসবেন এবং বসার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ চালিয়ে যাবেন।

(২) প্রত্যেক আইন সম্মেলন একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। তিনি বৈঠকের তারিখ ও সময় এবং সম্মেলনের অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে চেয়ারম্যানের নির্বাচনসহ অন্য সব সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা নেয়া হবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে বাংলাদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর শাসনতন্ত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এবং নিজ নিজ চেয়ারম্যান যখন প্রেসিডেন্ট লিখিতভাবে জানাবেন যে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে শাসনতন্ত্র তৈরী করা হয়েছে তখন প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশন ডাকবেন যাতে সব

সদস্য পাকিস্তান কনফেডারেশনের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হবেন।

(৪) এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশ সংশোধনসাপেক্ষে এই আদেশে যে পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে 'উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীনে সমগ্র পাকিস্তানের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করার কাজে সে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

(৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা তাঁর দ্বারা নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সামনে উপযুক্ত আইন সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে নিম্নোক্ত ধরনের শপথ নিয়ে বা প্রতিজ্ঞা করে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের '১২ নম্বর অনুচ্ছেদের' ব্যবস্থাগুলো মেনে নিয়েছেন বলে মনে করা হবে। শপথ নিম্নরূপ—

"আমি 'ক, খ' শপথ নিচ্ছি/প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী হব এবং সত্যিকারের আনুগত্য পোষণ করব।"

(৬) এই অনুচ্ছেদের 'উপ-অনুচ্ছেদ (৫)' এ বর্ণিত শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা করার পর জাতীয় পরিষদের কোন সদস্য সব অধিকার, সুযোগ-সুবিধে, ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার যোগ্য হবেন যা আইন অনুসারে জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য পেতে পারেন।

(৭) প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের '২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের' পরিবর্তে হবে—

"২৫. জাতীয় পরিষদে পাশকরা শাসনতন্ত্র বিল স্বাক্ষরের জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হবে। এই বিল পেশ করার পর প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করবেন এবং কোনক্রমে শাসনতন্ত্র তাঁর কাছে পেশ করার দিন থেকে ৭ দিন শেষ হয়ে গেলে তা স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে মনে করা হবে।"

১৭। (১) ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাবলী কার্যকরীভাবে চালু করার জন্যে প্রেসিডেন্ট আদেশক্রমে এমন সব ব্যবস্থা তৈরী করতে পারবেন যা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বা উপযোগী বলে মনে হয়।

(২) পূর্বে উল্লিখিত ক্ষমতার সাধারণত্বের প্রতি পূর্ব ধারণা না করে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্যে ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে—

(ক) এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা অস্তিত্বের আনা নতুন প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করার জন্যে নতুন প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা তৈরী করা।
(খ) এই ঘোষণার দ্বারা আনীত নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করার জন্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে আবশ্যকীয় ক্ষমতা, অধিকার, সম্পদ, কর্তব্য ও দায়িত্ব ন্যায্যভাবে বন্টন।
(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, সম্পদ, অধিকারের অনুগমন ও হস্তান্তর এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে এ ধরনের অধিকার ন্যায্যভাবে বন্টন।
(ঘ) কোন রাজ্য এবং তার ক্ষমতা ও কাজের উদ্দেশ্যে অফিসার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ও বদলী এবং রাজ্যগুলোর কাজকর্মের ব্যাপারে কোন

সাভিসের লোক বরাদ্দ এবং রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রের জন্যে সাভিসের গঠনতন্ত্র।
(ঙ) শাসনতান্ত্রিক অবস্থা থেকে এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাবলীতে স্থানান্তর সম্পর্কিত কোন অসুবিধা দূর করা—যেগুলো এই ঘোষণার প্রারম্ভের আগে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

(৩) প্রেসিডেন্ট 'উপ-অনুচ্ছেদ (২)'-এ উল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ঘোষণাপত্র কার্যকরী চালু করার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্য সবকিছু করার জন্যে ১১ সদস্যের একটি 'বাস্তবায়ন পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদের ৬ জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার, ২ জন পাঞ্জাব সরকার এবং সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান সরকার একজন করে সদস্য মনোনয়ন করবেন।

তফশীল

১। বিগত শাসনতন্ত্রের ৬৭ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে তা নিম্নরূপ হবে—
"৬৭। কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হবেন না যদি তিনি জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন।"

২। বিগত শাসনতন্ত্রের ৬৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ হবে—
"৬৮। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলাদেশ সরকারের গভর্ণর বাংলা দেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যের গভর্ণর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে প্রথম তফশীলে উল্লিখিত এমন ধরনের শপথ গ্রহণ করবেন যা তাঁর পদের জন্যে প্রযোজ্য হয়।"

৩। বিগত শাসনতন্ত্রের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ হবে—
"৭০। বাংলাদেশ রাজ্যের জন্যে একটি আইনসভা থাকবে এবং তা বাংলাদেশ রাজ্য আইন পরিষদ নামে পরিচিত হবে। অনুরূপভাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান রাজ্যের প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে আইন পরিষদ থাকবে এবং তা নিজ নিজ রাজ্যের রাজ্যপরিষদ নামে পরিচিত হবে।"

৪। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮০ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ হবে—
"৮০। (১) রাজ্য সরকার একটি উজিরসভা নিয়ে গঠিত হবে এবং এই উজির সভার প্রধান হিসেবে থাকবেন মুখ্য উজির; এ ছাড়া থাকবেন ডেপুটি উজিররা। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে তাদের সবাইকে নিযুক্ত করা হবে।
(২) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাপেক্ষে কোন রাজ্যের কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে রাজ্য-সরকারের কর্তৃপক্ষের দ্বারা কিংবা অধীনে প্রয়োগ করা হবে। এই ধরনের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র ও আইন অনুসারে সরাসরি কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারের অধীনস্থ অফিসার কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে।
(৩) একটি রাজ্য উজিরসভা রাজ্য আইন পরিষদের কাছে সমবেতভাবে জবাব-দিহী থাকবে।

(৪) (ক) গভর্ণর রাজ্যআইনসভার একজন সদস্যকে মুখ্যউজির হিসেবে নিয়োগ করবেন যার প্রতি রাজ্য পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা রয়েছে।

(খ) মুখ্য উজির নিয়োগের সময় রাজ্যআইন পরিষদের অধিবেশন না বসলে এবং বাতিল না হয়ে থাকলে তখন থেকে দু'মাসের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হবে।

(৫) গভর্ণর মুখ্য উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য উজির ও সহকারী উজির নিয়োগ করবেন।

(৬) যদি কোন উজির পর পর ছ' মাসের কোন মেয়াদের জন্যে রাজ্য পরিষদের সদস্য না থাকনে তবে এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর উজির বা সহকারী উজির থাকতে পারবেন না এবং রাজ্য আইনসভা ভেঙ্গে দেয়ার আগে তিনি উজির নিযুক্ত হতে পারবেন না যদি তিনি উপযুক্ত রাজ্য আইন সভার একজন সদস্য নির্বাচিত না হন।

(৭) এই অনুচ্ছেদে এমন কোন ব্যবস্থা থাকবে না যা রাজ্য পরিষদ ভঙ্গ থাকা কালে উজিরসভার সদস্য ও সহকারী উজিরদেরকে দায়িত্বভার চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে অথবা এ ধরনের কোন মেয়াদে কোন লোককে মুখ্য উজির বা উজির বা সহকারী উজির হিসেবে নিয়োগ প্রোধ করতে পারে।

(৮) সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্যে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গভর্ণর তাঁর কাজ-কর্ম পরিচালনা করার সময় রাজ্য মুখ্য উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৯) মুখ্য উজির গভর্ণরের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করে যে-কোন সময় পদত্যাগ করতে পারেন।

(১০) অন্য কোন উজির কিংবা সহকারী উজির পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে গভর্ণরের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে মুখ্য উজিরের হাতে পদত্যাগপত্র দিতে হবে।

(১১) মুখ্যউজির পরামর্শ দিলে গভর্ণর মুখ্যউজির ছাড়া অন্য যে-কোন উজিরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন।

(১২) মুখ্য উজির তাঁর কাছে যথেষ্ট বলে মনে হওয়া কারণে কোন উজির বা সহকারী উজিরকে পদত্যাগের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারেন; সংশ্লিষ্ট উজির এই অনুরোধ মেনে নিতে ব্যর্থ হলে গভর্ণর তাঁর নিয়োগ বাতিল করে দেবেন যদি মুখ্য উজির এরকম পরামর্শ দেন।

(১৩) মুখ্য উজির যদি একবার উপযুক্ত রাজ্য আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন না পান এবং গভর্ণর যদি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী এ ধরনের আইন পরিষদ ভেঙ্গে না দেন তবে মুখ্য উজির পদত্যাগ করবেন।

(১৪) মুখ্য উজির কোন সময় পদত্যাগ করলে অন্য উজির এবং সহকারী উজিররাও

পদত্যাগ করেছে বলে মনে করা হবে; তবে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে নতুন উজির নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।

(১৫) আইন সভা ভেঙ্গে দেয়ার দিন ক্ষমতাসীন মুখ্য উজির, অন্য উজির ও ডেপুটি উজিররা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।"

৫। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮১ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত করে নিম্নরূপ হবে—

"৮১। (১) রাজ্য সরকারের সবকার্য নির্বাহী তৎপরতা গভর্ণরের নামে নেয়া হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

(২) রাজ্যসরকার আইনের দ্বারা এমন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করবেন যাতে গভর্ণরের নামে তৈরী ও কার্যকরী করা আদেশ ও অন্যান্য ব্যবস্থা স্বাক্ষর করা হবে এবং গভর্ণর তা তৈরী বা কার্যকরী করেছেন বলে কোন আদালতে এই স্বাক্ষরিত আদেশ বা ব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(৩) রাজ্য সরকার তার বরাদ্দ এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্যেও আইন তৈরী করবেন।

৬। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮২ ও ৮৪ নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া হবে।

৭। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮৬ থেকে ৯০ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ হবে—

"৮৬। এই অংশে "অর্থ বিল" মানে এমন একটি বিল যাতে নীচের বিষয়গুলোর সব কিংবা যে-কোন একটির কেবলমাত্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপার রয়েছে, অর্থাৎ—

(ক) কোন কর ধার্য, বিলোপ, লাঘব, পরিবর্তন বা নিয়মিতকরণ;

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থধার বা কোন গ্যারান্টি দেয়া। কিংবা সরকারের আর্থিক দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনের সংশোধন;

(গ) রাজ্য 'কনসলিডেটেট' তহবিলের তত্ত্বাবধান, এই তহবিলে অর্থদান বা এই তহবিল থেকে অর্থ ইস্যু বা তোলা;

(ঘ) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর কোন ভার অর্পণ বা আরোপ কিংবা এ ধরনের ভার বিলোপ বা পরিবর্তন।

(ঙ) রাজ্য 'কনসলিডেটেড' তহবিলের জন্যে অর্থগ্রহণ; কিংবা রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্ট' বা তত্ত্বাবধান বা এ ধরনের অর্থ ইস্যু; এবং

(চ) উপরের উপধারাগুলোর উল্লিখিত কোন বিষয়ের সঙ্গে কোন বিষয় প্রাসঙ্গিক

(২) কোন বিলকে অর্থবিল হিসেবে মনে করা হবে না কেবল এই কারণেই যে,

(ক) এতে কোন জরিমানা বা অন্য কোন আর্থিক দণ্ড আরোপ বা পরিবর্তন বা লাইসেন্স ফি দাবী কিংবা পরিশোধ বা কোন কাজের জন্যে ফি বা খরচের ব্যবস্থা থাকে; অথবা,

(খ) এতে স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক কোন কর আরোপ, বিলোপ, মওকুফ বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৩) প্রত্যেকটি অর্থবিল যখন গভর্ণরের মতের জন্যে পেশ করা হবে তখন তার সঙ্গে স্পীকারের হাতের একটি সার্টিফিকেট থাকবে যে, এটা একটা অর্থবিল এবং এই সার্টিফিকেট সব উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ও এ ব্যাপারে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

"৮৭। এমন কোন বিল বা সংশোধনী (কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের সুপারিশ ছাড়া) রাজ্য আইন পরিষদ উত্থাপন করা যাবে না বা ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) নম্বর ধারার উল্লিখিত কোন বিষয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা বা আইন সম্মত করে কার্যকরী করা হলে রাজ্যের রাজস্ব ব্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

"৮৮। রাজ্য আইন পরিষদের কোন আইনের ক্ষমতার দ্বারা বা ক্ষমতার অধীনে ছাড়া কোন রাজ্যের জন্যে কোন কর ধার্য করা যাবে না।

"৮৯। (১) কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব, কোন ঋণের পরিশোধে তার দ্বারা সংগৃহীত অর্থ একটা কনসলিডেটেড তহবিলের অংশে বিশেষ হয়ে যাবে এবং এই তহবিল রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল নামে পরিচিত হবে।

"৯০। (১) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের তত্ত্বাবধান, এই তহবিলে অর্থ দেয়া, এই তহবিল থেকে অর্থ তোলা, রাজ্য সরকারের দ্বারা বা পক্ষে সংগৃহীত জমা দেয়া অর্থ ছাড়া সরকারী অর্থের তত্ত্বাবধান, রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্টে' অর্থদেয়া, এ ধরনের একাউন্ট থেকে অর্থ তোলা এবং উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত সব বিষয় রাজ্য আইন পরিষদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। গভর্ণর দ্বারা তৈরী আইনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা তৈরী না করা পর্যন্ত তা চলবে।

(২) নিম্নোক্ত উপায়ে সংগৃহীত বা জমাকৃত সব অর্থ—

(ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক আদায়কৃত বা গৃহীত রাজস্ব ও সরকারী অর্থ ছাড়া রাজ্যের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত কোন অফিসার তার ক্ষমতার আওতায় যে অর্থ সংগ্রহ করবেন;

(খ) রাজ্যের কাজ-কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিষয়, লোক বা কারণের জন্যে দেয় কোন কোর্ট ফি রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্টে' দেয়া হবে।

৪১। বিগত শাসনতন্ত্রের ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের পর পরই নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদগুলো যোগ করতে হবে এবং সেগুলোর নম্বর হবে ৯০-ক থেকে ৯০-চ পর্যন্ত।

"৯০-ক। (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক অর্থ বছরের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ব্যাপারে ঐ বছরের জন্যে রাজ্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের একটা বিবৃতি রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করবেন। এই অংশে তা 'বাষিক আর্থিক বিবৃতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি পৃথকভাবে দেখানো হবে—

(ক) শাসনতন্ত্রে 'ব্যয়' হিসেবে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল দেবেন;

(খ) অন্যান্য যে-সব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে 'রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল' থেকে অর্থ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

রাজস্ব হিসেবের ব্যয় অন্যান্য ব্যয় থেকে পৃথকভাবে দেখানো হবে।

"৯০-খ। রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলকে নিম্নোক্ত ব্যয় ভার বহন করতে হবে—

(ক) গভর্ণরের বেতন ও ভাতা এবং তাঁর দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়, এবং

(১) হাইকোর্টের বিচারক;

(২) রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য; এবং

(৩) রাজ্য পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

(খ) রাজ্য আইন পরিষদ সেক্রেটারীয়েট, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্টের কর্মচারী ও অফিসারদের দের বেতনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়;

(গ) সুদ, 'সিংকিং-ফাণ্ড' খরচ, মূলধন পরিশোধ বা 'সিংকিং তহবিলের' মাধ্যমে ঋণ হ্রাস ও ঋণ তোলার ব্যাপারে অন্যান্য খরচসহ সব ঋণ খরচ—যার জন্যে রাজ্য সরকার দায়ী, এবং রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির ওপর ঋণ সার্ভিস ও পুনঃ ক্রয়;

(ঘ) কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বিচার, ডিক্রি বা রায়কে নিঃসন্দেহ করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঙ) শাসনতন্ত্র বা রাজ্য আইন পরিষদের আইন দ্বারা ঘোষিত অর্থ যে পরিমাণ অর্থ দেয়।

"৯০-গ (১) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ততটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যা রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর ধার্যকরা খরচ সংক্রান্ত, তবে তা রাজ্যআইন পরিষদের ভোটের জন্যে পেশ করা হবে না।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ততটা পর্যন্ত মঞ্জুরী দাবীর আকারে রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করা যেতে পারে যা অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট এবং আইন পরিষদ তাতে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস সাপেক্ষে কোন দাবীর ব্যাপারে মত দিতে পারবেন।

(৩) রাজ্য সরকারের সুপারিশ ছাড়া কোন মঞ্জুরীর দাবী করা যাবে না।

"৯০-ঘ। (১) আগের অনুচ্ছেদের ব্যবস্থার অধীনে আইন পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরী দেয়ার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সব অর্থ মেটানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ তোলার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল আইন পরিষদে উত্থাপন করা হবে—

(ক) রাজ্য আইন পরিষদ কর্তৃক এভাবে দেয়া মঞ্জুরী; এবং (খ) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর ধার্যকরা ব্যয়,

তবে এই অর্থের পরিমাণ কোনক্রমেই রাজ্য আইন পরিষদে আগে পেশ করা বিবৃতিতে দেখানো অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে না।

(২) এ ধরনের কোন বিলের ওপর সংশোধন প্রস্তাব করা যাবে না যার ফলে এভাবে দেয়া কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

(৩) শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আইনদ্বারা পাশকরা অর্থ তোলার ব্যবস্থা ছাড়া রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে কোন অর্থ তোলা যাবে না।

"১০-ঙ। কোন অর্থ বছরের বেলায় যদি দেখা যায় যে,

(ক) চলতি অর্থ বছরে কোন একটা কাজের জন্যে ব্যয় করার অনুমোদিত অর্থ যদি অপর্যাপ্ত হয়, বা নতুন কোন কাজের জন্যে ব্যয়করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা ঐ বছরের বাষিক আথিক বিবৃতিতে নেই, অথবা, (খ) কোন অর্থ বছরে কোন কাজের জন্যে মঞ্জুর করা অর্থের চেয়ে যদি বেশী খরচ হয়ে যায়, তবে

রাজ্য সরকার রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে খরচ অনুমোদন করতে পারবেন যদি এই খরচ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তহবিলের ওপর ধার্য হয়, কিংবা ঐ পরিমাণ খরচ সংক্রান্ত একটা অতিরিক্ত আথিক বিবৃতি রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করতে হবে না, এবং ১০-ক থেকে ১০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী উল্লিখিত বিবৃতির বেলায় প্রয়োগ করা হবে, যেমন তা বাষিক আথিক বিবৃতির বেলায় প্রয়োগ করা হয়।

"১০-চ। (১) এই পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলোতে কোন কিছু···সত্ত্বেও কোন রাজ্য আইন পরিষদের নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকবে,

(ক) কোন অর্থবছরের কোন অংশের জন্যে আনুমানিক ব্যয়ের ব্যাপারে অগ্রিম কোন মঞ্জুরী দেয়া; এই ব্যয়ের ব্যাপারে ১০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন পাশ ও এ ধরনের মঞ্জুরের ব্যাপারে ভোট গ্রহণের জন্যে ১০-গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতির সমাপ্তি বাকি রেখে এই মঞ্জুরী দেয়া;

(খ) রাজ্যের সম্পদের ওপর একটা অপ্রত্যাশিত দাবী মেটানোর জন্যে কোন মঞ্জুরী দেয়া, যখন কাজের গুরুত্ব ও অনির্দিষ্ট দৈনিষ্ট্যের, দরুন বাষিক আথিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে দেয়া বিস্তারিত বিবরণে এই দাবী উল্লেখ করা যায় না।

(গ) কোন অতিরিক্ত মঞ্জুরী দেয়া যা কোন অর্থ বছরের চলতি কোন কাজের অংশ নয়; এবং যে উদ্দেশ্যে এই মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ তোলার ব্যাপারে আইনের অধীনে অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা আইন পরিষদের থাকবে।

(২) ১০-গ ও ১০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী (১) নম্বর ধারা এবং এই ধারার বলে তৈরী অন্য কোন আইনের অধীনে কোন মঞ্জুরী দেয়ার ব্যাপারে কার্যকরী হবে, কারণ সেগুলো বাষিক আথিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয় এবং রাজ্যের অর্থ থেকে অর্থ তোলার অনুমোদনের জন্যে তৈরী কোন আইনের বেলায় কার্যকরী। কনসলিডেটেড তহবিল এ ধরনের ব্যয় মেটাবে।"

৮। ৯১ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর ধারার পরিবর্তে নিম্নরূপ হবে—

"৯১। বাংলা দেশ রাজ্যের একটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর জন্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে।"

৯। (১) বিগত শাসনতন্ত্রের ৯২ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারার উপধারা (খ) বাদ যাবে।

(২) ২ নম্বর ধারার ধারার উপধারা(গ) উপধারা (খ) হিসেবে ধরা হবে।

(৩) এই শাসনতন্ত্রের ৯২ নম্বর অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর ধারা বাদ যাবে।

১০। বিগত শাসনতন্ত্রের ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারা বাদ যাবে।

১১। বিগত শাসনতন্ত্রের ১৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ হবে—

"১৩৪। কোন আইন পরিষদ কর্তৃক কোন বিষয়ে তৈরী কোন আইন আইন-তৈরীর ক্ষমতার আওতার মধ্যে না হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।"

১২। বিগত শাসনতন্ত্রের ১৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ যাবে।

১৩। এই শাসনতন্ত্রের ১৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ হবে—

"১৩৮। সম্ভব স্বল্পতম সময়ে পাকিস্তানের সব অংশের লোকের জন্যে প্রতিরক্ষা চাকুরীসহ অন্য সব কেন্দ্রীয় চাকুরীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।"

১৪। এই শাসনতন্ত্রের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ হবে—

"১৪০। কোন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির বিনিময়ে এমন একটা সীমার মধ্যে অর্থধার করতে পারবেন, যদি রাজ্য আইন সভার আইনে এমন কোন সীমার ব্যবস্থা থাকে, এবং এই সীমার মধ্যে গ্যারান্টি দিতে পারবেন, যদি এমন কোন ব্যবস্থা থাকে।"